গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণারয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা

**'মংলা কাস্টমস হাউস নির্মাণ সংক্রান্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি' শীর্ষক প্রকল্পের টেকনিক্যাল কমিটি'র ১ম সভার কার্যবিবরণী**

সভাপতি : জনাব মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী এনডিসি, যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
তারিখ : ২২.০৪.২০১৮ খ্রিঃ
সময় : বেলা ১২:৩০ ঘটিকা
স্থান : অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

| ক্রঃ | কর্মকর্তার নাম | পদবী | দপ্তর |
|---|---|---|---|
| ০১। | জনাব কানিজ মওলা | উপ-পরিচালক | আইএমইডি |
| ০২। | জনাব নন্দিতা রানী সাহা | নির্বাহী প্রকৌশলী | গণপূর্ত অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় |
| ০৩। | জনাব মোঃ আব্দুল আখের | সিনিয়র সহকারী প্রধান | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ০৪। | জনাব রেজাউল মোর্শেদ | সহকারী প্রধান স্থপতি | স্থাপত্য অধিদপ্তর |
| ০৫। | জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | প্রকল্প পরিচালক | মংলা কাস্টম হাউস ফিজিবিলিটি প্রকল্প |

০৩। আলোচনাঃ

৩.১ সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির আহ্বানে কমিটির সদস্য-সচিব ও সিনিয়র সহকারী প্রধান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি তুলে ধরে বলেন, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর মংলা এখন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয়। এ সমুদ্র বন্দরে একত্রে ৩৩টি জাহাজ থেকে মালামাল উত্তোলন ও অপসারণ করা সম্ভব। মংলা বন্দরটি বাগেরহাট জেলার মংলায় অবস্থিত হলেও এর প্রশাসনিক কার্যাদি খুলনা শহরের খালিশপুরে অবস্থিত মংলা কাস্টমস হাউস হতে সম্পাদন করা হয়। কাস্টম হাউস হতে বন্দরের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। কাস্টম হাউসের প্রশাসনিক প্রধান কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও মূল্যায়ন টীমের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এতে ব্যাহত হয়। এছাড়াও কাস্টমস কর্মকর্তা, সিএন্ডএফ এজেন্ট ও অন্যান্যদের ভ্রমণ সময় বৃদ্ধি পায়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে মংলা কাস্টম হাউসটিকে মংলা বন্দরে স্থানান্তরের লক্ষ্যে মংলায় এর ভৌত অবকাঠামো স্থাপনের জন্য মোট ১৮২.০৩ কোটি টাকায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত প্রকল্পের ডিপিপি বিবেচনার জন্য গত ২০.০৯.২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত 'মংলা কাস্টম হাউস নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য জনবলের বর্তমান সংখ্যা, ভবিষ্যত চাহিদা, রাজস্ব আদায় এবং এর প্রবৃদ্ধি, প্রকল্প এলাকার মৃত্তিকা পরীক্ষাসহ একাধিক ভবন নির্মাণের পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উঁচু ভবন নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটি বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা আবশ্যক। পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.২ অতঃপর প্রকল্প পরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, সম্ভ্যাব্যতা সমীক্ষার কাজে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম থাকায় প্রকল্প দলিলে সম্ভাব্যতার কাজটি তাদেরকে দিয়ে করানো যায় মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে বুয়েটের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা গত ২১.০৪.২০১৮ তারিখে লিখিতভাবে এ কাজের জন্য ৪.৪০ কোটি টাকা দাবি করেছে। কিন্তু এ খাতে প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ০.৮৪ কোটি টাকা। এ বিষয়ে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, ঢাকা-কে গত ০৪.০৪.২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছিলো। তারা গত ১৭.০৪.২০১৮ তারিখে একপত্রে এ কাজের জন্য ১.৩১ কোটি টাকা দাবি করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পের নির্ধারিত কাজটি সম্পাদনের জন্য উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান দুটির কোনোটিকে 'সিঙ্গেল সোর্স' হিসেবে কার্যাদেশ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৩.৩ সভাপতি এ বিষয়ে পরিকল্পনা শৃঙ্খলা অনুযায়ী করণীয় কী হতে পারে তা উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নিকট জানতে চাইলে সহকারী প্রধান স্থপতি জানান যে, আলোচ্য ফিজিবিলিটি স্টাডি'র আওতায় যদি আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মংলা কাস্টম হাউসের নির্মিতব্য ভবনসমূহের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়, তাহলে বিনিয়োগ প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময় এর

সুপারভিশনের কাজ স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্ভব হবেনা। কেননা, স্থাপত্য অধিদপ্তর কেবল নিজেদের প্রস্তুতকৃত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী নির্মাণকাজের সুপারভিশন করে থাকে। ফলে, আলোচ্য প্রকল্পের স্থাপত্য নকশার কাজটি যদি স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে প্রস্তুত করা যায় তাহলে সার্বিক ফিজিবিলিটি স্টাডি তুলনামূলক কম ব্যয়ে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে করানো সম্ভব হতে পারে। এ পর্যায়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর কতোদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নকশাসমূহ প্রস্তুত করতে পারবে জানতে চাইলে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ১ (এক) মাসের মধ্যেই তা সম্ভব বলে সভায় অবহিত করেন। সভায় তার মতামত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর প্রকল্প প্রস্তাবের ওপর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

০৪। সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

৪.১ মংলা কাস্টমস হাউসের নির্মিতব্য ভবনসমূহের স্থাপত্য নকশার কাজটি পরবর্তি ১ (এক) মাসের মধ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রস্তুত করে প্রেরণ করবে। এ জন্য প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় সকল তথ্য অনতিবিলম্বে স্থাপত্য অধিদপ্তরে সরাসরি প্রেরণ করবেন; এবং

৪.২ ফিজিবিলিটি স্টাডি'র সার্বিক কার্যাদি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।

০৫। আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/=২৩.০৪.২০১৮
(মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী এনডিসি)
যুগম-সচিব (পরিকল্পনা)
ও
সভাপতি

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৯.১৪.০০৫.১৫(অংশ)-২০৬/১(৮)

তারিখঃ ২৪.০৪.২০১৮ খৃঃ

বিতরণঃ

০১। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
০২। প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা, বাগেরহাট।
০৪। প্রধান প্রকৌশলী, গণপুর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগীচা, ঢাকা।
০৫। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগীচা, ঢাকা।
০৬। কমিশনার, মংলা কাস্টম হাউস, খালিশপুর, খুলনা।
০৭। প্রকল্প পরিচালক, মংলা কাস্টম হাউস ফিজিবিলিটি প্রকল্প, খালিশপুর, খুলনা।
০৮। জনাব শেখ রবিউল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

২৪/৪/১৮

মোঃআব্দুলআখের
সিনিয়রসহকারীপ্রধান
ফোনঃ ৯৫৪০৫২৭